1

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 2-8 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

237

বিশেষ সাক্ষাতকার

আগামী জুলাই থেকে ঢাকা ভার্সিটিতে সেশনজট থাকবে না ঃ ভিসি

মুজতবা খন্দকার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজ উদ্দীন আহমদ বলেছেন, আগামী বছর (১৯৯৬) পয়লা জুলাই থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন সেশনজট থাকবে না।

প্রফেসর এমাজ উদ্দীন আহমদ বৃহস্পতিবার তাঁর কার্যালয়ে দৈনিক বাংলাকে দেয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে একথা বলেন।

ভিসি বলেন, একাডেমিক ক্যালেন্ডার সেশনজট নিরসনে যথেষ্ট প্রভাব ফেলছে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট নিরসনে সকলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। আগামী এক বছরে সকলের সহযোগিতায় ক্যাম্পাসে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ বজায় রেখে আমরা আগামী বছর জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি সেশনজটমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। তার জন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন এবং সেই সহযোহিগতা আমরা সবসময় কামনা করি।

ভিসি বলেন, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যথেষ্ট ভাল শিক্ষার পরিবেশ রয়েছে।

ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে কি চিন্তা ভাবনা করছেন? এ প্রশ্নের জবাবে ভিসি বলেন, ডাকসু নির্বাচনসহ ক্যাম্পাসের

(৪-এর পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

আগামী জুলাই থেকে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

সামগ্রিক বিষয় নিয়ে আগামী ১ আগস্ট ছাত্র সংগঠনগুলোর সঙ্গে কর্তৃপক্ষের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে। ঐ সভায় ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে একটি যৌক্তিক সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসবে। ভিসি বলেন, ডাকসু নির্বাচনের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সকল সময়ই আন্তরিক। ক্যাম্পাস পরিবেশ এবং সকল সংগঠনের ঐকমত্যে পৌঁছানোর উপর ডাকসু নির্বাচনে অনুষ্ঠানের ব্যাপার অনেকখানি নির্ভর করে।

আগামী ১৪ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচনের পরে ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সক্রিয় চিন্তা ভাবনা করা হবে বলে ভিসি জানান।

ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সংগঠনের (ছাত্রলীগ শা-পা) অংশগ্রহণ না থাকলেও সেখানে "বাকসু" নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ঢাকা ভার্সিটির ক্ষেত্রে এটা সম্ভব নয় কেন? এ প্রশ্নের জবাবে ঢাকা ভার্সিটির ভিসি বলেন, কৃষি ভার্সিটি এবং ঢাকা ভার্সিটি দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশও যেমন ভিন্ন, তেমনি "ডাকসু" এবং "বাকসু" দু'টোর গুরুত্বও আলাদা। বাকসুতে যা সম্ভব ডাকসুতে তা অনেকাংশে কঠিন। তিনি বলেন, একটি সংগঠন যদি চায় নির্বাচনে না আসতে তবে তাদের বিরোধিতা নির্বাচন না হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এক্ষেত্রে ভিসি গতবছর '৯৪ সালে ডাকসু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের পরিস্থিতির কথা বলতে গিয়ে বলেন, লাশের দায়-দায়িত্ব তো কর্তৃপক্ষ নিতে পারে না। তিনি বলেন, সকল সংগঠনের অংশগ্রহণ নির্বাচনকে অর্থবহ করে তোলে।

প্রিলিমিনারী ভর্তি আগামী বছর '৯৬তে করা হবে কি? এ প্রশ্নের জবাবে প্রফেসর এমাজ উদ্দিন আহমদ বলেন, আগামী বছর কেন, আরো কয়েক বছর করা হবে। তবে প্রতিবছর কিছুনা কিছু আসন কমিয়ে অনার্সে বাড়ানো হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তাদের সন্তানদের ভর্তি কোটা অর্থাৎ পোষ্য কোটা সম্পর্কে জানতে চাইলে ভিসি বলেন, এ সম্পর্কে এক্ষুনি কিছু বলা যাবে না।

অনার্স প্রথম বর্ষ ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তনের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রফেসর এমাজ উদ্দীন আহমদ বলেন, অনার্স ভর্তি পরীক্ষার পদ্ধতি আরো আধুনিকায়ন করা হবে। পরীক্ষার পদ্ধতি কেন সেকেলে থাকবে এসব ব্যাপারে চিন্তাভাবনা চলছে একথা তিনি জানিয়ে বলেন, কি ধরনের পরিবর্তন করা হতে পারে তা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়।

ছাত্র নেতাদের বিদেশ সফরের বিষয়টি শোনা যাচ্ছে এটি কতদূর সত্য। সত্য হয়ে থাকলে এই সফরের উদ্দেশ্যে কি- এই প্রশ্নের জবাবে ভিসি বলেন, উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম কিভাবে চলে, সেখানকার ছাত্র সংসদগুলো কিভাবে কাজ করে। তা সরেজমিনে দেখাই এ সফরের লক্ষ্য। তিনি বলেন, উন্নত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে সহিংসতা, বিভিন্ন ধরনের ভায়োলেন্স নেই বললেই চলে। আমাদের দেশের ছাত্র সংগঠনের নেতারা যদি সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ সম্পর্কে জানতে পারেন তবে দেশের ছাত্র রাজনীতিতে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

কোন্ কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়কে সফরের জন্য প্রেফার করছেন এবং এর ব্যয় সম্পর্কে জানতে চাইলে ভিসি বলেন, সেপ্টেম্বর মাসের দিকে এ সফর হবে তবে তার আগে বিদেশী ভাল ভাল বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। সুনির্দিষ্ট কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলা যাবে না। তিনি বলেন, আমরা চাচ্ছি যাতে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় সফরের ব্যয় বহন করে। এখনও এর অনেক কিছু বাকি বলে ভিসি জানান।